বিগত ১০ (দশ) বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অগ্রগতি ও অর্জন

সরকার ঘোষিত Vision-2021 অর্জন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লী ও নগর উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের সাথে সাথে গণমূখী নানা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে উন্নত অবকাঠামোর কার্যকর ভূমিকা বিবেচনা করে অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনুকূলে ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২০৪.৪১ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১৬,৬৭২.৬০ কোটি টাকায়। বর্তমান সরকারের ২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ মেয়াদকালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

২০০৮-০৯ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর'২০১৮ পর্যন্ত এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

পল্লী সেক্টরে অর্জন

- ৫৩,৬৮৪ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন;
- ৩,৩৪,৩৪১ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে;
- ৭৮,০২৩ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ১,৩১,৬৩৭ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করেছে;
- ১,৫১৯টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;
- ১৭৭টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- ২,১৩৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন;
- ৭৭৭টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ;
- বিভিন্ন সড়কে ৬,২০৪ কিলোমিটার বৃক্ষরোপণ করেছে।

নগর সেক্টরে অর্জন

- ৫,৭৬৪ কিলোমিটার সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ;
- ২,৯৫৮কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ;
- ৭,৩৩৭ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ;
- ৩,৭৬৮ কিলোমিটার সড়ক মেরামত;
- ২৯টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ;
- ২,৫৮৮টি বস্তি উন্নয়ন;
- ৫টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট;
- ১০৭টি ডাস্টবিন নির্মাণ করা হয়েছে;
- ঢাকা শহরের যানজট নিরসন ও জনগণের দূর্ভোগ লাঘবের জন্য "ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ঢাকা শহরে ৮.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬/১০/২০১৭ইং তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফ্লাইওভারের সম্পূর্ণ অংশ উদ্বোধনের পর জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়।
- খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ৬২০ মিটার দীর্ঘ একটি লুপ নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে অর্জন

- ১,০৫৯.৮৬ কিলোমিটার বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন;
- ১,২৯০.৭০ টি পানি সম্পদ অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ;
- ৪,৩৩৮.৭০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন;
- ২০টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য অর্জন (লক্ষ্যমাত্রা) ঃ

৫,৪০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৩০,০০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১২,৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ৩,৬০০ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন, ১৮৫টি গ্রোথসেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ১১০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৬৬টি সাইক্লোন সেল্টারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ পল্লী সেক্টরে চলমান আছে। এছাড়া, নগর অঞ্চলে ৮৭৩ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, ৩০০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ১,৩০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে ৫,৫০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৩০,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১৩,০০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৩,৭০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ১৯০টি গ্রোথসেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১৩০টি সাইক্লোন সেল্টারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩৬.৯০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭.৭০% এ উন্নিত হবে। এছাড়া, নগর অঞ্চলে ৮১৫ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, ২৪০ কিলেমিটার ড্রেণ নির্মাণ, ২৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২ কোটি জনদিবস যার মধ্যে প্রায় ৬ কোটি জনদিবস নারী শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থান গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

মধ্যমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা (২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) ঃ

আগামী মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) পল্লী সেক্টরে ১৬,৬৫০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৯৩,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৪১,০০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ১১,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ৬৮৫টি গ্রোথসেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ৩২০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, ২০৯টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৪২০টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, নগর অঞ্চলে ৩,৩০০ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, ৭৭০ কিলেমিটার ড্রেন নির্মাণ, ৫,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পল্লী সড়ক উন্নয়নে নতুন বিবেচনা ঃ

- ইতোমধ্যে দেশের অধিকাংশ স্থান পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। এ সকল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
- দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের পাশাপাশি অ-কৃষি খাতেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন অনেক গ্রামীণ সড়কে যানবাহনের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন শুরু হয়েছে। এ কারণে এখন থেকে গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে "রুরাল এক্সেস" এর পরিবর্তে "রুরাল ট্রান্সপোর্ট" কনসেপ্ট গ্রহণ করা হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মাথায় রেখে পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ককে জলবায়ু সহিষ্ণু করার পরিকল্পনা নেয়া হবে।